চুয়াডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে।

দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে একে একে জেলা আওয়ামীলীগ ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে।

জেলা আওয়ামীলীগের পক্ষে দলীয় সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। সকাল ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত ডিসি সাহিত্য মঞ্চে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সীমিত আকারে সঙ্গীত, কুইজ, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে দিবসের শুরুতে জেলা আওয়ামীলীগ কার্যালয়ের সামনেও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত

মুজিবনগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে।
এ উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

এ সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস,উপজেলা

নির্বাহী অফিসার উসমান গনী, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেজওয়ান আহম্মেদ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনসহ উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ৩১ বার তোপদ্ধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

গাংনীতে জাতির জনকের জন্মদিনের আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতির জনকের জন্মদিনের আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার জাতির জনকের প্রতিক্রিতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক,উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান,সাবেক এমপি মো: মকবুল হোসেন,গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তা।

পরে বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রকৃতি বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে

প্রকৃতি বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে বলে মত দিয়েছেন আলোচকরা। সোমবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক মত বিনিময় সভায় এ মত প্রকাশ করেন বক্তারা।

কুষ্টিয়ায় সম্মিলিত সামাজিক জোট এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সংগঠনের চেয়ারম্যান ড. আমানুর আমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যশোর সার্কেলের বন সংরক্ষক মোল্লা রেজাউল করিম।

এসময় তিনি বলেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে একটি উপযোগী ইকোসিস্টেম দরকার। একমাত্র মানুষের সচেতনতাই তা সৃষ্টি করতে পারে। সম্মিলিত ভাবে কাজ করলে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব। আমরা যশোর সার্কেলে ইউনিয়ন বৃক্ষ কমিটির মাধ্যমে ১ কোটি ফলজ গাছ রোপণ করা হবে। আপনার এলাকা, গ্রাম ইউনিয়নকে সবুজ সমারোহ ভরে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্মিলিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করার আহবান জানান তিনি।

ফটোগ্রাফী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও পাখি বিশ্লেষক এস আই সোহেলের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, বিবিসিএফএর সভাপতি ড. এস এম ইকবাল, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক অজয় সুরেকা, বার্ড ক্লাবের সহসভাপতি ফটিক, মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি শাহাবুদ্দীন মিলন, সম্মিলিত সামাজিক জোটের নেতা মুহাইমিনুর রহমান পলল, সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আঃ রাজ্জাক, এনডিএফবিডির পক্ষ থেকে এস এম শামীম রানা, বিডিক্লিনের ইমরুল হক লিংকন, নোঙরের প্রিতম, গ্রীণ ভয়েসের এম আর সুইট প্রমুখ।

মানুষ মানুষের জন্য সংগঠনের সভাপতি শাহাবুদ্দিন মিলন বলেন, সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রকৃতি রক্ষায় কাজ করতে হবে। বসে থাকার সময় এখন নয়, তাই সকল সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করার আহবান জানান।

পাখি বিশ্লেষক এসআই সোহেল বলেন, পাখি বেচে না থাকলে গাছ বাঁচবে না। প্রকৃতির সাথে পাখি ও গাছের সম্পর্ক নিবিড়। তাই আমাদের পুরো

সমাজ তথা দেশটাকে বাচিয়ে রাখতে এগুলো বাঁচানো প্রয়োজন। এছাড়াও এই কুষ্টিয়ায় একটি পাখির অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে চাই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অজয় সুরেকা বলেন, গাছ বা পাখি বাঁচাবো কিভাবে এ চিন্তা অনেক মানুষের নেই। আমরা নাকি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য এখন নদী সংকটে ভুগছে। নদী দখল করছে অনেকেই। আমরা মনে করি দেশটা আমার৷ সামাজিক জোটের মাধ্যমে গাছ লাগিয়ে আমরা পরিবেশটাই বদলে দিতে পারি।

বার্ড ক্লাবের সহসভাপতি ফটিক বলেন, ১৬৮ ধরনের পাখি রয়েছে কুষ্টিয়ায়। বিপদাপন্ন ১৩ ধরনের পাখি পদ্মা সংলগ্ন চর এলাকায় দেখা মেকে। এগুলোকে রক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে।
দশের লাঠি একের বোঝা উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. আমানুর আমান বলেন, আমরা সামাজিক জোটে একে অন্যের পরিপূরক। একত্রে কাজ করলে পরিবেশ সংরক্ষণ সহ যেকোনো কল্যানমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে।

মতবিনিময় সভায় জেলার ৪০ টি সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কসমেটিকস্ ব্যবসায়ীর জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মেইন বাজারে ভোক্তা অধীকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করে দুটি কসমেটিকস্ দোকানে ১২হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুর বাজারে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহঃ পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের নেতৃত্বে বিভিন্ন কসমেটিক দোকানে বাজার তদারকি এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শহরের সিরাজুল ইসলাম সড়কে লিটন ইন্টারপ্রাইজে মেয়াদ উত্তির্ণ এবং

নকল কসমেটিক প্রসাধনী মজুদ ও বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা এবং একই অপরাধে প্রাপ্তি ষ্টোর কে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে অভিযানের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাজারের অধিকাংশ কসমেটিকের দোকান বন্ধ হয়ে যায়। অভিযানে জেলা ক্যাব সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু ও কোটচাঁদপুর উপজেলা সেনেটারী ইন্সপেক্টর মো: মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই সময় পুলিশের একটি টিম সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

জীবননগর ১০টাকা কেজি দরে চাল বিতরণের উদ্বোধন

জীবননগর অসহায় দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বান্ধব ১০টাকা কেজি দরে চাল বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রামে ফুড অফিসার আঃ খালেকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে ১০টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ করেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম শুকুর, শওকত আলী প্রমুখ।

জীবননগরে গাঁজাসহ এক মহিলা আটক

জীবননগরে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ এক মহিলা আটক ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার দুপুর ১টার সময় জীবননগর উপজেলার কে.ডি.কে ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম কাশিপুর বাজার পাড়ার মাদক ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় তার ঘরের মধ্যে থেকে ১০পুরিয়া গাঁজা এবং গাঁজামাপা মেশিন উদ্ধার করে।

পুলিশের উপস্তিতি টের পেয়ে বাড়ি থেকে আনোয়ার হোসেন পালিয়ে গেলেও তার স্ত্রী বিলকিস খাতুনকে (২৩) আটক করে।

আটককৃত মালামালসহ বাড়িতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বসিয়ে ২০হাজার টাকা জরিমান প্রদান করে। এবং স্থানীয়দের উপস্থিতিতে আর কোন দিন মাদক ব্যবসা করবে না মর্মে একটি লিখিত দেয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাব বলেন, সমাজে কোন মাদক ব্যবসায়ী কিংবা সেবনকারী থাকবে না। মাদক ব্যবসায়ী যেই না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই মিজান, নারী পুলিশ সদস্য তানিয়া প্রমুখ।

দৃষ্টি কেড়েছে কলা পাতার ঘর

ইট পাথর আর প্লাষ্টিক নির্ভর যুগের সাথে তাল মেলাতে না পেরে অনেক কিছুর বিলুপ্তি ঘটলেও অনেকেই সখ করে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন আদি

কিছু দৃষ্টি নন্দন নমুনা। তারই সুত্রধরে কলা পাতায় তৈরী করেছেন বসতবাড়ী ও চায়ের দোকান।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা উত্তরপাড়া গ্রামের চা দোকানদার তুহিন মিয়া। দীর্ঘদিন থেকে চায়ের ব্যাবসা করেন। এলাকায় এক সময় কলা পাতা আর তাল পাতার ঘর দেখে মুগ্ধ হতেন। মানুষের পছন্দের ভিন্নতা থাকলেও কলা পাতার ঘরে থাকতে পছন্দ করেন চা দোকানি তুহিন মিয়া। তালপাতা আর কলা পাতার ঘরে তাকে মুগ্ধ করতো। কালের পরিবর্তনে তাল গাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাই তিনি কলা পাতার ঘর বেঁধেছেন। ঘরের চারিদিক ঘিরে দিয়েছেন কলা পাতায়। উপরে ছাঁউনি দিয়েছেন পাট কাঠি ও পলেথিন কাগজ। ঘরের ভিতরে কলা পাতার বেড়া দিয়েই করা হয়েছে নানা ধরনের কারুকাজ।

এলাকাবাসীরা জানায়, দরিদ্রতার কারনে মানুষ এক সময় দামি ছাউনি না দিতে পেরে বসবাসের জন্য কলা পাতার বেড়া দিয়ে ঘর নির্মান করতেন। মানুষ সে দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে এসে যুগের সাথে তাল মেলাতে ইট পাথর টালিসহ ঢেউটিন দিয়ে ঘর নির্মাণ করছেন অনেকেই। আধুনিক ও প্রতিযোগীতার এই যুগেও অর্ধযুগ থেকে কলা পাতার ঘর তৈরী করে ব্যবসাসহ বসবাস করছেন তুহিন মিয়া।

অন্যান্য দোকানের চেয়ে তুহিন মিয়ার কলাপতার ঘরে অনেক মানুষ ভীড় জমায়। তুহিন মিয়া জানায় আমাদের বাবা দাদারা কলা পাতাসহ বিভিন্ন পাতা দিয়ে ঘর নির্মাণ করতেন। আমি বাবা দাদাদের সেই পুরানো স্মৃতি বা ঐতিহ্য ধরে রাখতেই নির্মাণ করেছি কলা পাতার ঘর। এটা আমার অন্যরকম অনুভুতি।

জমি অধিগ্রহনের প্রতিবাদে মুজিবনগরবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের পশ্চিম ও পূর্ব পাশের জমি অধিগ্রহনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছে এলাকাবাসী।
সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্ত্বরের সামনের সড়কে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

মাববন্ধনে ভূক্তভোগীরা বলনে, সরকার মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পাশে প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহনের সীদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে প্রায় ১৫০টি পরিবারের বাস। এ জমি অধিগ্রহনের ফলে তারা গৃহহীন হয়ে পড়বে। এতে ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হবেন তারা। জমি অধিগ্রহন না করার দাবী তাদের।

ভূক্তভোগীরা আরও বলনে, ভবরপাড়া মৌজা মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ১ নম্বর গেটে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাশে বসবাসরত জনসাধারণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৪ ই মার্চ ২০১৯ তারিখে হঠাৎ করে আমাদের ঘর বাড়ি সহ জমি জায়গা অধিগ্রহণ করার জন্য সার্ভেয়ার জমি পরিমান করতে যান এবং মাপ যোগ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশ আসবে বলে অবগতি করেন কর্তৃপক্ষ।

তারা আরো জানান, এই খবর পেয়ে স্থানীয় জনগণ খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম বাদ দিয়ে পাগলের মত আর্তনাদ করছে। আমাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা হারিয়ে কোথায় যাবো কোথয় থাকবো এই নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এলাকাবাসী। আমাদের একটাই দাবি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাছে তিনি গরীব মানুষের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন ঠিক তখন আমাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা হারাতে হচ্ছে।

তারা জানান, অধিগ্রহণ করা হলে আমাদের পবিত্র সংবিধানে সংরক্ষিত জনগণের মৌলিক অধিকার অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান,শিক্ষা চরমভাবে বিপদগ্রস্থ হবে। আমাদের বসত বাড়ি জমি জায়গা অধিগ্রহণ না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি।

এসময় সিহাব উদ্দিন, বিমান মল্লিক, ইসার উদ্দিন, শিরিনা আক্তার, নাজমা আক্তার শতশত মহিলাসহ গ্রামবাসীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধন শেষে গ্রামবাসীরা তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো; তৌফিকুর রহমান স্মারকলিপি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ^◌াস দেন।

এদিকে এ ব্যাপারে আরডিসি ডা. মিনহাজুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রুতিশ্রুতি অনুযায়ী যে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ সেই লক্ষে সরকারী পরিপত্রে জমি অধিগ্রহনের কথা বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী মাপযোগ চলছে। জমির সম্ভাব্য মূল্য যাচায় বাছায় করা হবে। সরকারি নিয়ম মেনেই জমি অধিগ্রহন করা হবে বলেও তিনিন জানান।

মেপ্র/ইএম

বাঁশের তৈরি ঘরে পাটি বিছিয়ে পাঠ দান

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের অভাবে বাঁশের তৈরি একটি ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে পাঠ করাতে হচ্ছে। শুকনো মৌসুমে পাঠ দান করানো গেলেও শীত ও বর্ষা মৌসুমে অসুবিধায় পড়তে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

১৯৩৫ সালে প্রতিষ্টিত এই বিদ্যালয়টির ভবনের কক্ষ রয়েছে চারটি। এর মধ্যে একটি ক্ষ অফিস। বাকি চারটিতে পাঠদান করানো হয়। এক শিফটের বিদ্যালয় হওয়াতে কোন না কোন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বাশের বেড়া দিয়ে তৈরি ওই কক্ষে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে পাঠ দান করা তে হয়। দির্ঘদিন ধরে এ সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত আবেদন করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি।

শনিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বহু পুরাতন বিদ্যালয়টিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন চার জন। শ্রেণী কক্ষ সংকটের কারণে গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়

মাঠে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি ক্লাস রুম বানিয়ে দিয়েছেন। সেখানেই পাটি বিছিয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কখনো কখেনো অন্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরও পাঠ দান করানো হয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হৃদয় জানান, ক্লাস রুম না থাকায় আমাদের পাটিতে বসে ক্লাস করতে হয়। অন্যান্য ক্লাসের সবাই বেঞ্চে বসে ক্লাস করে। আমাদের ক্লাস রুম হলে ভাল হয়।

বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মনিরা জাহান জানান, এখন এই রুমে পাটি বিছিয়ে ক্লাস নেওয়া গেলেও বর্ষা ও শীত মৌসুমে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন বিদ্যালয়ে না থাকলেও মোবাইলে ফোনে জানান, শ্রেণী কক্ষ সংকটের কারণে দির্ঘদিন ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তী পোহাতে হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষ সংকটের বিষয়টি উর্ধ¦তন কর্তৃপক্ষকে বারবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন জানান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বিদ্যালয়টির ভবন নির্মানের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আশা করি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মধ্যেই বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

সুত্র-যুগান্তর